যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৫৫২

১/ বিবিধ

আরবী

جلس صلى الله عليه وسلم على مرفقة حرير
لا أصل له

كما أشار لذلك الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " (4 / 227) ، وقد احتج به صاحب " الهداية " لمذهب الحنفية الذي يجيز للرجال الجلوس على الحرير! . قال الزيلعي: " يشكل على المذهب حديث حذيفة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. أخرجه البخاري ". قلت: وهذا هو الحق أنه يحرم الجلوس على الحرير كما يحرم لبسه لحديث البخاري هذا، والأحاديث العامة في تحريم لبسه على الرجال كقوله عليه السلام: " لا تلبسوا الحرير فإنه
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " متفق عليه، فإنها تتناول بعمومها الجلوس عليه، لأن الجلوس لبس لغة وشرعا، كما قال أنس رضي الله عنه: " قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ". فانظر كيف تصرف الأحاديث الموضوعة الناس عن الأحاديث الصحيحة. (فاعتبروا يا أولي الأبصار)

বাংলা

৫৫২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমের তৈরি একটি চাটায়ের উপর বসেছিলেন।

হাদিছটির কোন ভিত্তি নাই।

হাফিয যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" (৪/২২৭) গ্রন্থে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। হানাফী মাযহাবের "আল-হিদায়া" গ্রন্থের লেখক পুরুষদের জন্য রেশম কাপড়ের উপর বসা জায়েয মর্মে এ হাদিস দ্বারা দলীল গ্রহন করেছেন।

যায়লায়ী বলেনঃ মাযহাবের উপর মুশকিল হয়ে যায় হুযায়ফার হাদিস। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে স্বর্ণ এবং রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন, তাতে খানা খেতেও নিষেধ করেছেন এবং আমাদেরকে পাতলা ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান ও তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন। হাদিসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ রেশমের কাপড়ের উপর বসা হারাম যেরূপ তা পরিধান করা হারাম। এটিই সঠিক, বুখারীর এ হাদিস এবং পুরুষদের উপর তা পরিধান করা হারাম মর্মে বর্ণিত আম হাদিসের কারণে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা রেশম পরিধান করো না, কারণ যে তা দুনিয়াতে পরিধান করবে সে আখেরাতে তা পরিধান করতে পারবে না। বুখারী ও মুসলিম।

হাদিসটি আমভাবে রেশমের উপর বসাকেও সম্পৃক্ত করছে। কারণ বসাটাও আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে এক ধরণের পরিধান। যেমন আনাস (রাঃ) বলেছেনঃ

قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس

"আমি আমাদের একটি চাটায়ের দিকে গোলাম যেটি দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল।"

একটু লক্ষ্য করুন কিভাবে জাল হাদীস মানুষকে সহীহ হাদীস হতে বিমুখ করে রাখে।

(فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الأَبْصَارِ) "অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগন, তোমরা শিক্ষা গ্রহন।" (সূরা হাশরঃ ২)

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71431

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন